বাহ! কি শান, গাউসে আযমের

26-November-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِذَا كَانَ يَوْمُ الْخَمِيْسِ بَعَثَ اللّٰهُ مَلَائِكَةً مَعَهُمْ صُحُفٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَقْلَامٌ مِّنْ ذَهَبٍ يَكْتُبُوْنَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اَكْثَرَ النَّاسِ عَلَيَّ صَلَاةً অর্থাৎ যখন বৃহস্পতিবার দিন আসে, **আল্লাহ পাক** ফিরিশতাদের প্রেরণ করেন, যাদের নিকট রূপার কাগজ এবং স্বর্ণের কলম থাকে, তাঁরা লিখে যে, কে বৃহস্পতিবার দিন এবং বৃহস্পতিবার রাতে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে। **(কানযুল উম্মাল, ২/২৫০, হাদীস ২১৭৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রবিউল আখির মাস চলছে। এটি ঐ মুবারক মাস যে, যার **১১** তারিখে পীরানে পীর, রওশন যমির, হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওরশ মুবারক উদযাপন করা হয়, যাকে আশিকানে গাউসে আযম গেয়ারভী শরীফ বলে থাকে, এরই প্রসঙ্গে আজ আমরা সেই সম্মানিত মনিষীর কল্যাণময় আলোচনা, ফযীলত ও কারামত, গুণাবলী এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি (Introduction) শুনবো।

যাঁকে দুনিয়া **"গাউসে আযম"** উপাধীতে জানে। **আল্লাহ পাক** যেনো আমাদেরকে সম্পূর্ণ বয়ান মনযোগ সহকারে এবং ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে শুনার সৌভাগ্য দান করে।

আসুন! সর্বপ্রথম হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জ্ঞানের শানের একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শুনবো:

জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাগর

হযরত হাফিয আবুল আব্বাস আহমদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে একবার হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বয়ানের ইজতিমায় উপস্থিত হলাম, একজন ক্বারী সাহেব কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করলো, তিলাওয়াতের পর হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ওয়াজ শুরু করলেন এবং তিলাওয়াতকৃত আয়াতে মুবারাকা হতে একটি আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করলেন এবং এর একটি অর্থ বর্ণনা করলেন। হযরত আবুল আব্বাস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার কি এই তাফসীর সম্পর্কে জানা আছে? তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ! আমার এই তাফসীরী উক্তি জানা আছে। অতঃপর হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই আয়াতে মুবারাকার দ্বিতীয় তাফসীর বর্ণনা করলেন। হযরত আবুল আব্বাস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি আবারো আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার কি এই তাফসীর সম্পর্কে জানা আছে? তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ! আমার জানা আছে। অতঃপর তৃতীয় তাফসীর বর্ণনা করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এই তাফসীরও কি আপনি জানেন? তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ, আমি জানি। অতঃপর গাউসে পাক

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারাকার চতুর্থ, অতঃপর পঞ্চম, এরপর ষষ্ঠ এমনকি এক এক করে দশটি তাফসীর বর্ণনা করলেন, আমি প্রতিবারই তাফসীরের পর আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করতাম: আপনি কি এই তাফসীর জানেন? আর তিনি প্রতিবারই একই উত্তর দিতেন: হ্যাঁ! এই তাফসীর আমার জানা আছে। এমনকি হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের এগারোতম তাফসীর বর্ণনা করলেন। এবারও আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট আমার জিজ্ঞাসার উত্তর এটাই ছিলো যে, হ্যাঁ! এই তাফসীর আমি জানি। এগারোতম এরপর হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই আয়াতে মুবারাকার বারতম তাফসীর বর্ণনা করলেন। আমি আল্লামা জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করলাম: এই তাফসীরও কি আপনি জানেন? তখন তিনি না বোধক মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন: না! এই তাফসীর আমি জানিনা। অতঃপর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের তেরতম তাফসীর বর্ণনা করলেন, অতঃপর চৌদ্দতম বর্ণনা করলেন, এরপর পনেরতম, ষোলতম, এরপর ধারাবাহিকভাবে বিশতম, পঁচিশতম এমনকি তাফসীরের সংখ্যা ত্রিশটি পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। আর এগারোতম তাফসীরের পর থেকে আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উত্তর এটাই ছিলা যে, **আমি এই তাফসীর সম্পর্কে অবগত নই। এই তাফসীর আমার জানা নাই।**

ত্রিশতম তাফসীর বর্ণনা করার পর হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের আরো তাফসীর বর্ণনা করা শুরু করলেন, একপর্যায়ে সেই একই মজলিশে গাউসে পাক ঐ একটি আয়াতে করীমার চল্লিশটি তাফসীর বর্ণনা করেন। আর প্রতিটি তাফসীরে পাশাপাশি মুফাসসীরের নামও বর্ণনা করতে থাকেন আর আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এগারোতম

তাফসীরের পর থেকে প্রতিটি তাফসীরে এটাই উত্তর দিচ্ছিলেন যে, এই তাফসীর আমার জানা নেই। (বাহজাতুল আসরার, ২২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারনত যখন কেউ বয়ান করে তখন সে পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে থাকে, কয়েকটি কিতাব অধ্যয়ন করে থাকে, বয়ানের একটি ধারবাহিকতা এবং নকশা নিজের মনের মধ্যে বানিয়ে রাখে বরং কখনো কখনো তো সম্পূর্ণ বয়ান বা কিছু প্রয়োজনীয় পয়েন্টও লিখে নিয়ে আসে যাতে বর্ণনা করতে সহজ হয়, যেমন উদাহরন স্বরূপ আমি আপনাদের সামনে বয়ান করছি তো সম্পূর্ণ বয়ান একটি ধারাবাহিকতার সহিত আমার সামনে বিদ্যমান কিন্তু উৎসর্গীত হয়ে যান! হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জ্ঞানের শান ও শওকত এবং তাঁর অতুলনীয় মেধাশক্তির প্রতি যে, তিনি ঐ আয়াতের উপর বয়ান করেন, যা কারী সাহেব তিলাওয়াত করেছিলো এবং এই আয়াতের একটি দু'টি নয় বরং চল্লিশটি তাফসীর এবং প্রতি উক্তি বর্ণনাকারীর নামও বয়ান করলেন আর এমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় তাফসীর বর্ণনা করলেন যে, যা শুনে আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ন্যায় যুগের অনেক বড় আলিম ও ইমামও আশ্চার্য হয়ে গেলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে গাউসে আযম! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কোরআনে করীমের প্রতি অগাধ ভালবাসা প্রকাশ পায় যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জ্ঞানের সাগর হওয়ার পরও কোরআনে করীমের অসংখ্য তাফসীর পাঠ করতেন এবং বয়ান করতেন। অধিকহারে ইবাদত

ও রিয়াযত এবং কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করতেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পনের বছর পর্যন্ত সারারাতে একবার কোরআন খতম করতেন।

(বাহজাতুল আসরারম ১১৮ পৃষ্ঠা)

আমরা গাউসে পাকের ভালবাসার দাবীকারী আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ভাবী যে, আমরা মুখস্ত নয় বরং দেখে দেখে বিশুদ্ধভাবে কোরআনে করীম কি পাঠ করতে পারি? ঘরে গাড়ি আছে অথচ গাড়ি চালাতে পারিনা, তো এর জন্য রীতিমতো ড্রাইভিং কোর্স করা হয়। মোটা অংকের ফিস দিতে হয় এবং দ্রুত ড্রাইভিং শিখার চেষ্টা করা হয়। অনুরূপভাবে শুরুতে মোবাইল চালাতে জানতো না কিন্তু মানুষকে জিজ্ঞাসা করে করে এটাও শিখে নিয়েছে এবং কাউকে জিজ্ঞাসা করাতে কোন লজ্জা অনুভব হতো না। ব্যবসা (Business) করতে চায়, এর জন্য পূর্ব থেকেই অনেক অভিজ্ঞ লোকের সাথে পরামর্শ করে থাকে এবং উপকারী ও ক্ষতিকর দিকগুলোর প্রতি সজাগ থাকা হয়। এমনিভাবে ইংরেজী বলার জন্য যেমন উদাহরণ স্বরূপ, আমাদের এখানে কেউই ইংরেজী শিখে জন্ম নেয় না, মাতৃভাষা অন্যটি হয়ে থাকে কিন্তু যখন ইংরেজী শিখে নেয় তখন ফরফর করে বলতেও পারে বরং এখনতো সন্তানদের এত ইংরেজী শিখায় যে, যেনো যেস ইংরেজদের ইংরেজী পড়াবে, কিন্তু কোরআনে করীম এত পড়ায় না যে, যাতে এই বেচারারা তাদের নামায বিশুদ্ধ করতে পারে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিৎ যে, শুধু নিজে কোরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস করলে হবে না বরং নিজের পরিবার, বন্ধু বান্ধব এবং অন্যান্য মুসলমানকেও কোরআন তিলাওয়াতের দাওয়াত দেয়া উচিৎ? এটাও আমাদের জানা উচিৎ এবং এর জন্য কোরআনে পাক তাফসীর সহকারে পাঠ করা উপকারী।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানের পরিচিতি ও বিশেষত্ব

হে আশিকানে গাউসে আযম! কোরআনে করীম উত্তম ভাবে বুঝার জন্য প্রতিদিন ফজরের নামাযে পর মাদানী হালকায় ৩ আয়াত তিলাওয়াত, অনুবাদ এবং মাকতাবাতুল মদীনার **"তাফসীরে সীরাতুল জিনান"** থেকে এই আয়াতের তাফসীর শুনুন বা শুনান অথবা একা একা পড়ার চেষ্টা করুন, اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে অসংখ্য ইলমে দ্বীন শিখার সুযোগ হবে।

আসুন! **তাফসীরে সীরাতুল জিনান** এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্বও শুনি: (১) **তাফসীরে সীরাতুল জিনানে** কোরআনের দু'টি অনুবাদ দেয়া হয়েছে, একটি হলো আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর **কানযুল ঈমান** শরীফ এবং অপরটি সহজ উর্দূ ভাষায় কানযুল ইরফান নামে দেয়া হয়েছে। যা কানযুল ঈমান থেকেও সহজ উর্দূ ভাষায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। (২) এটি তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান এবং নুরুল ইরফানের ফয়েয, তাফসীরে নুরুল ইরফান হলো তাঁর খলিফা, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর। (৩) এই তাফসীর বেশি দীর্ঘও নয় আবার একেবারে সংক্ষিপ্তও নয়। (৪) এতে খুবই সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, যাতে সাধারন ইসলামী ভাইয়েরাও তা পাঠ করতে পারে এবং বুঝতে পারে। (৫) আমলের সংশোধনের জন্য নতুন সৃষ্ট সামাজিক অপকর্মও রদ করা হয়েছে। (৬) বাতেনী রোগ সমূহ সম্পর্কেও যথাসম্ভব বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (৭) পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, এতিম, প্রতিবেশি ইত্যাদির পাশাপাশি সদাচরণ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার ব্যাপারেও সংশোধনী বিষয়বস্তু বিদ্যমান। (৮) আহলে সুন্নাতের আকীদা এবং আহলে সুন্নাতের ব্যবস্থাপনাকে দলীল সহকারে

উপস্থাপন করা হয়েছে। (৯) মাঝে মাঝে **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও আউলিয়ায়ে কিরামের জীবনি এবং ঘটনাবলীও আলোচনা করা হয়েছে। (১০) আয়াত থেকে অর্জিত হওয়া উপকারীতাও সহজ এবং সরল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি "ইনফিরাদী কৌশিশ"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনিও প্রতিদিন কমপক্ষে ৩ আয়াত অনুবাদ ও তাফসীর সহকারে সীরাতুল জিনান থেকে অধ্যয়ন করুন। কোরআনে পাকের শিক্ষায় শুধু নিজে আমল নয় বরং অপর ইসলামী ভাইকেও উৎসাহ প্রদান করুন। আসুন! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশকে শক্তভাবে ধরে নিন এবং অপরকেও এই পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য একনিষ্টভাবে **ইনফিরাদী কৌশিশ** করা (ব্যক্তিগতভাবে বুঝানো) শুরু করে দিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **ইনফিরাদী কৌশিশে**র উৎসাহ তো ৭২টি নেক আমল নামক পুস্তিকায়ও বিদ্যমান, যেমনটি ৩৬ নম্বরে রয়েছে: **আপনি কি আজ ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে দা'ওয়াতে ইসলামীর ১২টি মাদানী কাজ থেকে কমপক্ষে একটি মাদানী কাজের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন?**

মনে রাখবেন! ✯ **ইনফিরাদী কৌশিশে**র বরকতে জামাআত সহকারে নামায আদায়কারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ✯ মসজিদ পূর্ণ রাখতে সাহায্য অর্জিত হয়। ✯ মাদানী দরস এবং ফজরের নামাযের পর তাফসীরে কোরআনের হালকায় অংশগ্রহন কারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ✯ সুন্নাতের প্রশিক্ষণের কাফেলার জন্য ইসলামী ভাইদের প্রস্তুত করা যায়। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে **ইনফিরাদী কৌশিশে**র একটি ঘটনা শুনি।

ডাকাত তাওবা করে নিলো

মুর্শিদের দেশের জেলখানার একজন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী একজন ভয়ঙ্কর ডাকাত ছিলো। মানুষের মাঝে তার ভয় কাজ করতো। ভালো ফাইটার ছিলো এবং কয়েকজন পুলিশের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছিলো। অবশেষে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করলো, তার সৌভাগ্য যে, জেলখানায় তার আশিকানের রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ফয়যানে কোরআন মজলিশের ইসলামী ভাইদের সহচর্য নসীব হয়ে গেলো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগের **ইনফিরাদী কৌশিশে**র বরকতে জেলখানাতেই সে মাদরাসায়ে ফয়যানে কোরআনে সম্পূর্ণ কোরআন শিখার সুযোগ পেয়ে গেলো। সে **"নামায"** পড়তে শিখে গেলো, এর পাশাপাশি ৬টি কলেমা, ঈমানে মুফাসসাল, ঈমানে মুজমাল এবং শেষ দশটি সূরাও মুখস্ত করে নিলো। এরপর সে একটি নতুন জীবন শুরু করলো, যাতে অপরাধের কোন স্থান ছিলো না। তারই বর্ণনা হলো: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ এবং ইসলামী ভাইদের মমতাই তার ঘুমন্ত সত্তাকে জাগিয়ে দিয়েছিলো এবং তার সংশোধনের উপলক্ষ হয়েছিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام দের মধ্যে মাহবুবে সুবাহনি, গাউসে সামাদানী, আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, **আল্লাহ পাকে**র ঐ মহান অলী, যিনি সকল আউলিয়াদের সর্দার এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব জনসাধানর সকলের জন্যই ভক্তি ও সম্মানের উপযুক্ত, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উচ্চ ও আজিমুশ্মান বংশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। আসুন! তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শুনি।

গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর জীবনের সংক্ষিপ্ত ঝলক

✯ হুযুর গাউসে আযম, শায়খ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সৌভাগ্যপূর্ণ বিলাদত প্রথম রমযানুল মুবারক ৪৭০ হিজরীতে বাগদাদ শরীফের জিলান শহরে হয়েছিলো। (বাহজাতুল আসরার, ১৮১ পৃষ্ঠা) ✯ তাঁর নাম আব্দুল কাদের এবং উপনাম আবু মুহাম্মদ। ✯ মহিউদ্দীন, মাহবুবে সুবহানী, গাউসে আযম এবং গাউসে সাকালাইন ইত্যাদি তাঁর উপাধী। ✯ তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আহলে বাইত অর্থাৎ সৈয়দ বংশীয় পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। ✯ তাঁর বংশ তাকওয়া ও পরহেযগারিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ✯ তাঁর সম্মানিতা মায়ের নাম **"সৈয়দা ফাতিমা"** এবং উপনাম ছিলো **"উম্মুল খায়ের"**। (সীরাতে গাউসে আযম, ২৭ পৃষ্ঠা) ✯ তাঁর সম্মানিত পিতার নাম মুবারক **"সৈয়দ মূসা"** উপনাম **"আবু সালেহ"** আর উপাধী হলো **"জঙ্গি দোস্ত"**। ✯ তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ পিতার দিক দিয়ে হাসানী (এবং সম্মানিতা মায়ের দিক দিয়ে হুসাইনী সৈয়দ)। ✯ তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা আবু সালেহ মূসা জঙ্গি দোস্ত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর যুগের প্রসিদ্ধ আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। (গাউসে আযম কে হালাত, ১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারনত শিশুরা যখন মায়ের পেটে থাকে তখন সে দুনিয়া এবং দুনিয়ায় যা কিছুই আছে তা থেকে একেবারেই অজ্ঞা থাকে, অতঃপর যখন দুনিয়ায় এসে যায় তখনও তার চেতনাবোধ হতে হতে একটি দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়, কিন্তু উৎসর্গীত হয়ে যান! সর্দারে আউলিয়া, হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বরকতময় সত্তা শুধু

শিশুকালে নয় বরং যখন তাঁর জন্মই হয়নি, তখনো তাঁর অবস্থা ছিলো অনন্য। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শিশুকাল থেকেই কারামত সম্পন্ন ছিলেন বরং এই দুনিয়ায় আগমনের পূর্বে এবং জন্মের পরে তাঁর থেকে অনেক কারামত প্রকাশিত হয়েছে।

শিশুকালের কারামত

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রমযানুল মুবারকের প্রথম তারিখে সোমবার সুবহে সাদিকের সময় দুনিয়ায় আগমন করেন, তখন তাঁর ঠোঁট ধীরে ধীরে নড়ছিলো এবং **আল্লাহ আল্লাহ** আওয়াজ করছিলেন। (মুন্নার লাশ, ৩ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে গাউসে আযম! নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহ ছিলো যে, তিনি তাঁকে শিশুকালেই অসংখ্য কারামত দ্বারা ধন্য করেছিলেন। তাঁর শান ও মহত্ব এবং কারামত সম্পর্কে হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

মুক্তোর মালা

মাশায়িকে আউলিয়াদের মধ্যে কেউই কারামতের দিক দিয়ে তাঁর সমকক্ষ নয়, এমনকি অনেক মাশায়িক বলেন: হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কারামতের অবস্থা তো মুক্তোর মালার মতো ছিলো যে, যখনই ছিড়ে যায় তখন একটির পর একটি মুক্তো পরতে থাকে, গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কারামত গননার অযোগ্য। (আশিয়াতুল লুমআত, কিতাবুল ফিতন, ৪/৬১০) হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুবারক সত্তা তো কারামত ও উৎকর্ষতার সমষ্টি, শুধু তাঁর মুবারক নামেরই এমন বরকত যে, যেখানে ডাকা হয়, হিংস্র প্রাণী থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ভাবুন তো একবার! যখন হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নামের এই বরকত ও মহত্ব এবং কারামত যে,

হিংস্র প্রাণী তাঁর নাম শুনে আক্রমন করে না, বিষাক্ত প্রাণী কষ্ট দেয় না তবে তাঁর পবিত্র সত্তা কিরূপ বরকতময় ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হবে।

আসুন! কারামতের সংজ্ঞা শুনে নিই:

কারামতের সংজ্ঞা এবং এর বিধান

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"কারামাতে সাহাবা"** এর ৩৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মুমিন মুত্তাকী থেকে এমন কোন অলৌকিক এবং আশ্চার্যজনক বিষয় সংগঠিত ও প্রকাশ পায়, যা সাধারনত হয়না, তবে তাকে **কারামত** বলে। এই ধরনের বিষয় যদি আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام নবুয়ত ঘোষণার পূর্বে প্রকাশ পায় তবে তা হলো **ইরহাস** আর নুবয়ত ঘোষণার পর হয় তবে তাকে **মুজিযা** বলা হয় আর যদি সাধারন মুসলমান থেকে এই ধরনের বিষয় প্রকাশ পায় তবে তাকে **মাউনাত** বলা হয় এবং যদি অমুসলিমের থেকে আর ইচ্ছা অনুযায়ী এই ধরনের বিষয় প্রকাশ পায় তবে তাকে **ইসতিদরাজ** বলা হয়।

(নাবরাস, ২৭২ পৃষ্ঠা)

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আউলিয়ায়ে কিরামের কারামত হলো সত্য, তা অস্বীকারকারী পথভ্রষ্ট। **(বাহারে শরীয়ত, ১ম অংশ, ১/২৬৮)** কারামতের অনেক ধরন রয়েছে, যেমন; মৃতকে জীবিত করা, অন্ধকে আরোগ্য প্রদান করা, দীর্ঘ দূরত্ব মুহুর্তেই অতিক্রম করে নেয়া, পানির উপর হাঁটা, বাতাসে উড়া, মনের খবর জেনে নেয়া এবং দূরের জিনিস দেখে নেয়া ইত্যাদি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, কারামতের কয়েকটি ধরন হয়ে থাকে, কিন্তু হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি

আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ ছিলো যে, **আল্লাহ পাক** তাঁকে অন্যান্য আউলিয়ায়ে কিরামদের থেকে বেশি কারামত প্রদান করেছেন, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **আল্লাহ পাকের** দয়ায় কখনো মৃতকে জীবিত করে দিতেন তো কখনো অন্ধকে দৃষ্টি শক্তি প্রদান করেন। কখনো কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য প্রদান করেছেন তো কখনো অসুস্থ ও পেরেশানগ্রস্তদের সাহায্য করতেন। কখনো দূর থেকে সাহায্যের জন্য আহবানকারীতের সাহায্য করতেন তো কখনো চাহিদা সম্পন্নদের চাহিদা পূরণ করে দিতেন। কখনো কারো মনে আসা ধারনা জেনে নিতেন তো কখনো নিজের দরবারে আগতদের সমস্যা দূর করে দিতেন। কখনো চোর ও ডাকাতের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে নেককার বানিয়ে দিতেন তো কখনো ফাসিক ও ফাজির (গুনাহগার) দের তাঁর বেলায়তের দৃষ্টি দ্বারা **আল্লাহ পাকের** প্রিয় বান্দা বানিয়ে দিতেন। আসুন! তাঁর কয়েকটি কারামত সম্পর্কে শুনি:

গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দোয়ার বরকত

হযরত শায়খ সালেহ ইসমাইল বিন আলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত শায়খ আলী বিন হায়তামী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যখন অসুস্থ হতেন, তখন কখনো কখনো আমার জমিনের দিকে তাশরীফ নিয়ে আসতেন এবং সেখানে কয়েকদিন অতিবাহিত করতেন। একবার তিনি সেখানে অসুস্থ হয়ে গেলেন তখন তাঁর নিকট গাউসে সামদানী, কুতুবে রাব্বানী, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বাগদাদ থেকে শশ্রুষার জন্য তাশরীফ নিয়ে এলেন, উভয়ে আমার এখানে একত্রিত হলেন, তাতে দু'টি খেজুর গাছ ছিলো, যা চার বছর ধরে শুকিয়ে গিয়েছিলো এবং এতে ফর ধরতো না। আমি তা কেঁটে ফেলার ইচ্ছা পোষন করলাম, তখন হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দাঁড়ালেন এবং এর মধ্যে একটির নিচে অযু

করলো এবং অপরটির নিচে দুই রাকাত নফল নামায পড়লেন, তখন তা সতেজ হয়ে গেলো এবং এর পাতা বের হয়ে গেলো আর সেই সপ্তাহেই এতে ফল এসে গেলো, অথচ তখন খেজুরের ফলনের সময় ছিলো না। আমি আমার জমি থেকে কিছু খেজুর নিয়ে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তা থেকে খেলেন এবং আমাকে বললেন: **আল্লাহ পাক** তোমার জমি, তোমার দিরহাম, তোমার সা' (ওজন বিশেষ) এবং তোমার দুধে বরকত দান করুন।

হযরত শায়খ ইসমাঈল বিন আলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার জমিতে অন্যান্য বছরের তুলনায় দুই থেকে চারগুণ বেশি ফলন হতে শুরু করে, এখন আমার অবস্থা যে, যখন আমি এক দিরহাম খরচ করি তখন তা দ্বারা আমার নিকট দুই থেকে তিন গুণ এসে যেতো এবং যখন আমি গমের একশত বস্তা কোন স্থানে রাখি, অতঃপর তা থেকে পঞ্চাশ বস্তা খরচ করে ফেলি এবং অবশিষ্টগুলো দেখলে দেখা যেতো একশত বস্তা এখনো বিদ্যমান, আমার গৃহপালিত পশুরা এত বেশি বাচ্চা প্রসব করতো যে, আমি তাদের সংখ্যা ভূলে যেতাম এবং এই অবস্থা হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতে এখনো চলছে।

(বাহজাতুল আসরার, ৯১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুবারক সত্তার বরকত। নিঃসন্দেহে আমরা এরূপ ভাবছি যে, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এরূপ শান ও মহত্ব এবং উচ্চ মর্যাদা কিভাবে নসীভ হলো, তো মনে রাখবেন! যারা নিজের জীবনকে **আল্লাহ পাকে**র আনুগত্যে অতিবাহিত করে, তবে **আল্লাহ পাক** তাদের আপন সত্যিকার হাকীকি

ভালবাসা প্রদান করেন এবং তাঁদের অসংখ্য কারামত দ্বারা ধন্য করেন। এই কারণেই যে,

শানে গাউসে পাক

✯ আমাদের গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পবিত্র শরীয়তের প্রতি আমল করে অতিবাহিত হতো। ✯ ফরয ও ওয়াজিবের নিয়মিত অনুসারী ছিলো। ✯ জন্মগ্রহন করেই রোযা রেখে ছিলেন। ✯ যখন চার বা পাঁচ বছর বয়সে بِسۡمِ الله পাঠের প্রথা আদায় করা হয় তখন তিনি তা'উয (اَعُوۡذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ) এবং তাসমিয়া (بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ) এরপর ১৮ পারা মুখস্ত শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন: আমার মায়ের (رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا) এতটুকুই মুখস্ত ছিলো, তিনি তা পড়তেন তখন আমি শুনে শুনে মুখস্ত করে নিয়েছি। (মুন্নার লাশ, ৪ পৃষ্ঠা) ✯ ৪০ বছর পর্যন্ত ইশার অযুতে ফজরের নামায আদায় করেছেন। ✯ যখন অযু ভঙ্গ হয়ে যেতো তখনই অযু করে দুই রাকাত নফল নামাযা পড়ে নিতেন। (বাহজাতুল আসরার, ১৬৪ পৃষ্ঠা) ✯ প্রতিদিন এক হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। (গাউসে পাক কে হালাত, ৩২ পৃষ্ঠা) ✯ তাঁর কারামত সম্পন্ন হাতে পাঁচ শতাধিক অমুসলিম ইসলাম গ্রহন করে এবং লক্ষাধিক ডাকাত, চোর, ফাসিক, ফ্যাসাদি এবং বড় বড় গুনাহগার তাওবা করে।

(বাহজাতুল আসরারম ১৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমদের গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি ইবাদত ও যিয়াযত, বেলায়ত ও কারামতে তিনিই ছিলেন তাঁর উদাহরন, কিন্তু তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকওয়া ও

পরহেযগারীতা এবং অল্পেতুষ্টতা পছন্দ করাতেও অতুলনীয় ছিলেন, দুনিয়াবী ধন সম্পদের আকাঙ্ক্ষী একেবারেই ছিলেন না, যদি কোন সম্পদশালী তাঁকে ধন সম্পদ দিতো তবে তিনি তা গ্রহন করতেন না বরং তাদে নেকীর দাওয়াত দিতেন এবং সংশোধনের চেষ্টা করতেন।

তাকওয়া ও পরহেযগারীতা

শায়খ আবুল আব্বাস খিযার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একরাতে আমি বাগদাদে শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাদরাসায় ছিলাম, একজন খলিফা তাঁর খেদমতে আসলো এবং সালাম করার পর আরয করলো যে, আমাকে কিছু উপদেশ দিন এবং ধন সম্পদের দশটি থলে উপস্থাপন করলেন, যা খাদেম হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। তিনি বললেন: আমার এই থলেগুলোর প্রয়োজন নেই, কিন্তু খলিফা ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করলেন এবং গ্রহন করার জন্য জোড় করতে লাগলো, অতএব তিনি একটি থলে তাঁর ডান হাতে নিলেন এবং আরেকটি বাম হাতে আর উভয়টিকে মুছরালেন তখন তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো, অতঃপর তিনি সেই খলিফাকে বললেন: তুমি কি **আল্লাহ পাক**কে ভয় করো না যে, মানুষের রক্ত নিয়ে আমার নিকট এসেছো? একথা শুনে সে বেহুঁশ হয়ে গেলো। (বাহজাতুল আসরার, ১২০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো! হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকওয়া ও পরহেযগারিতার অনুসারী এবং দুনিয়াবী ধন সম্পদের প্রতি অনাগ্রহী ছিলেন, তাইতো তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই খলিফার সম্পদকে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পদস্থ লোকদের

প্রভাব প্রতিপত্তিতে প্রভাবিত হয়না, আর উচ্চ প্রদস্থদের খোশামদ ও চাটুকারীতাও করে না বরং তাদেরকে গুনাহে লিপ্ত দেখে তাদেরকে নেকীর দাওয়াত দেয়, ওয়াজ ও নসীহত করে এবং সর্বোতভাবে তাদের সংশোধনের চেষ্টা করে থাকে। কেননা সম্পদশালীদের তোষামদ তো সেই করে, যে দুনিয়ার নিকৃষ্ট সম্পদ লাভের লালসা করে আর **আল্লাহ** ওয়ালারা তো অল্পেতুষ্টতার মূল্যবান সম্পদে সম্পদশালী হয়ে থাকে, তাদের দৃষ্টি সম্পদশালীদের নশ্বর সম্পদের প্রতি নয় বরং **আল্লাহ**র রহমতের প্রতি ভরষা হয়ে থাকে। মনে রাখবেন! সম্পদশালীদের সম্পদের সম্মান করা শরয়ীভাবে নিষেধ।

দুই তৃতীয়াংশ দ্বীন চলে যায়

বর্ণিত আছে: যে ব্যক্তি কোন সম্পদশালীর তার সম্পদশালী হওয়ার কারণে অভ্যার্থনা করে, তার দুই তৃতীয়াংশ দ্বীন চলে যায়।

(কাশফুল খফা, ২/২১৫, নম্বর ২৪৪২)

হে আশিকানে গাউসে আযম! আমাদের উচিৎ যে, দুনিয়াবী সম্পদশালীদের তোষামদ ও চাটুকারীতা করা এবং বিভিন্ন স্থানে তাদের মিথ্যা প্রশংসার মালা বানানোর পরিবর্তে তাদেরকে নেকীর দাওয়াত এবং আখিরাতের ভাবনার মানসিকতা প্রদান করুন, নেকীর দাওয়াতের বরকতে **আল্লাহ পাক** চাইলে আমাদের সমাজের খারাপ দিকগুলো শেষ হতে শুরু করবে, চারিদিকে নেকীর বসন্ত হবে, আমাদের সমাজ, আমাদের গলি মহল্লা এবং প্রতিটি ঘর শান্তির নীড়ে পরিণত হতে শুরু করবে, চারিদিকে সুন্নাতের বসন্ত এসে যাবে, ঘৃণার দেয়াল ভালবাসার পরশে পরিবর্তন হওয়া শুরু করবে, অনেক বছর ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা বন্ধু বান্ধব এবং বংশীয় লোকেরা পরস্পর মিলিত হয়ে যাবে, অসন্তুষ্টরা মেনে যাবে,

গুনাহগার নেককার হয়ে যাবে, নামায কাযাকারী নিয়মিত নামাযী হয়ে যাবে, প্রতিটি ঘর থেকে কোরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ আসতে থাকবে, গুনাহকে প্রসারকারীরা নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দানশীলতা ও ইসার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকওয়া ও পরহেযগারীতা, অল্পেতুষ্ট এবং নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার পাশাপাশি গরীব, অভাবী এবং চাহিদা সম্পন্নদের সাহায্য করার মতো গুণাবলীতেও নিজেই নিজের উদাহরন ছিলেন, গরীব, অভাবী এভং চাহিদা সম্পন্নদের সমস্যার সমাধানের প্রেরণাও তাঁর পবিত্র স্বভাবের অংশ ছিলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কখনো কোন ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দেননি, কখনো কোন চাহিদা সম্পন্নকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেননি বরং এরূপ বলতেন: আমি সমস্ত আমল সমূহকে পরীক্ষা করেছি, তার মধ্যে আমি খাবার খাওয়ানো থেকে উত্তম কোন আমল পাইনি। আহ! আমার হাতে যদি হতো তবে ক্ষুধার্তদের খাবার খাওয়াতাম। **(কালাইদুজ জাওয়াহের, ৩৭ পৃষ্ঠা)**

শায়খ আব্দুল্লাহ জাবাঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে ইশারা করে বললেন: আমার নিকট ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানো এবং মানুষের সাথে সদাচরন করা পরিপূর্ণ এবং অধিক ফযীলত সম্পন্ন আমল। অতঃপর বলেন: আমার হাতে টাকা আটকায় না, যদি সকালে আমাকে এক হাজার দীনার আসে কবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তা থেকে এক পয়সাও অবশিষ্ট থাকবে না, কেননা তা গরীব ও

অভাবীদেরকে বন্টন করে দিবো আর ক্ষুধার্ত লোকদের খাবার খাইয়ে দিবো। (কালাউদুজ জাওয়াহের, ৮ পৃষ্ঠা)

আসন! হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দানশীলতা এবং গরীবদের সাহায্য করা সম্পর্কে একটি খুবই সুন্দর ঘটনা শুনি।

এসবই ঐ রাতের বরকত

তাঁর শাহজাদা হযরত আল্লামা সৈয়দ আব্দুর রাযযাক কাদেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন: যখন আমার সম্মানিত আব্বাজান প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন তখন তিনি শুধু একবার হজ্ব করেছেন, সেই হজ্বের আসা যাওয়াতে, আমি তাঁর বাহনের রশি ধরেছিলাম, যখন আমরা বাগদাদের দিকে একটি শহরে পৌঁছলাম কভন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: এখানকার সবচেয়ে গরীব ঘরের সন্ধান কররো, তাই আমরা একটি বিরান ভূমি দেখলাম, যাতে উলের একটি তাবু ছিলো, তাতে এক বৃদ্ধ, এক বৃদ্ধা এবং একটি মেয়ে ছিলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেই বৃদ্ধ থেকে অনুমতি নিলেন এবং সাথীরা সহ সেই বিরান ভূমিতে নেমে পরলেন, সেই শহরের মাশায়িক এবং ধনী লোকেরা তাঁর খেদমত করার জন্য এলো আর আবেদন করলো: আপনি আমরা গরীবের ঘরে বা কোন ভাল বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে আসুন, কিন্তু তিনি তা মঞ্জুর করলেন না। শহরের মেয়র তাঁর জন্য অসংখ্য গরু, ছাগল, খাবার, স্বর্ণ, রূপা এবং মালামাল পাঠালো আর সফর করার জন্য বাহন পাঠানো, লোকেরা চারিদিক থেকে তাঁর খেদমত করার জন্য উপস্থিত হলো, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর সাথীদের বললেন: এই সকল মালামাল থেকে আমি আমার অংশ এই ঘরের মালিককে দিয়ে দিলাম। একথা শুনে তারা বললো: আমরাও আমাদের অংশ দিয়ে দিলাম, এভাবে

সে সমস্ত মালামাল বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও মেয়েটিকে দিয়ে দেয়া হলো, রাতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেখানে অবস্থান করলেন এবং সকালে যাত্রা করলেন, (তাঁর সাহবজাদা বলেন:) অনেক বছর পর সেই শহরে আমার গমন হলো, দেখলামকি, সেই বৃদ্ধ সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধনী। সে আমাকে বললো: এগুলো সবই সেই রাতের বরকত, এই গরু ও ছাগলগুলো বাচ্চা দিলো এবং তা বড় হয়ে গেলো, এটি তা থেকেই।

(বাহজাতুল আসরার, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শিক্ষা বিষয়ক মজলিশ

হে আশিকানে রাসূল! اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে ১০৯টিরও বেশি বিভাগে দ্বীন ইসলামের বার্তাকে প্রসার করে যাচ্ছে, এই বিভাগগুলোর মধ্যে একটি হলো **"শিক্ষা বিষয়ক মজলিশ"**। প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষ এই বিষয়টি ভালভাবে জানে যে, জাতীর উন্নতি ও অবনতি হলো যুব সমাজের প্রশিক্ষণের মাঝে নিহিত। বর্তমানে আমাদের শিক্ষার মানদন্ড, প্রতিষ্ঠান সমূহের অবস্থা ও ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষণ খুবই করুণ, ইসলামী শিক্ষা না থাকার মতোই, এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য **"শিক্ষা বিষয়ক মজলিশ"** প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো সকল সরকারী ও বেসরকারী স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত মানুষদের এবং শিক্ষার্থীদের সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার মানসিকতা প্রদান করা। এই বিভাগ কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সম্পর্ক স্থাপন করে তাদেরকে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

সুন্নাত শেখানো এবং এর উপর আমলের প্রেরণা দিয়ে থাকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে নেক আমলের পুস্তিকার প্রচলন করা হয়ে থাকে, হোস্টেলে **প্রাপ্তবয়স্কদের মাদারাসাতুল মদীনা** প্রতিষ্ঠা করে ভবিষ্যতের এই ভিত্তি সমূহকে দ্বীনি ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণের যথাসম্ভব চেষ্টা করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই পর্যন্ত অসংখ্য বেআমল শিক্ষার্থী গুনাহ থেকে তাওবা করে নামাযী এবং সুন্নাতের আমলকারী হয়ে গেছে। **আল্লাহ পাক শিক্ষা বিষয়ক মজলিশকে** উত্তোরত্তোর সাফল্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বাইয়াত হওয়ার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে বাইয়াত হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। ✯ দুনিয়ায় কোন নেককার ব্যক্তিকে নিজের ইমাম বানিয়ে নেয়া উচিৎ, শরীয়তের অনুসরন করে এবং তরীকতে বাইয়াত হয়ে, যাতে হাশর ভালদের সাথে হয়। (আদাবে মুর্শিদে কামিল, ১৩ পৃষ্ঠা) ✯ ঈমানের নিরাপত্তার একটি মাধ্যম হলো কোন কামিল মুর্শিদের মুরীদ হওয়া। (আদাবে মুর্শিদে কামিল, ১২ পৃষ্ঠা) ✯ হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরীদ হওয়াতে ঈমানের নিরাপত্তা, মৃত্যুর পূর্বে তাওবার তৌফিক, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এব জান্নাতে প্রবেশের মতো মহান উপকারীতা বিদ্যমান। (ফিকরে মদীনা, ১৬১ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

বাইয়াতের অবশিষ্ট আদব অবশিষ্ট ফযিলত তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য

সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।”

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**ঃ** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**